দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...JUN 20.1999 ... ...
পৃষ্ঠা 16 কলাম 2......

2|2

চট্টগ্রামে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ঃ উত্তেজনা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্থাপিত কলেজ অংশের শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীদের নিকট হতে নিয়মবহির্ভূতভাবে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে, গতকাল শনিবার পূর্ব নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষার দিনে সকালে প্রশ্নপত্র তৈরী করার কথা থাকলেও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাইর থেকে ছাপানো প্রশ্ন নিয়ে আসেন। এ নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমন্ত্রিত অধ্যাপকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে যে, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের ১৫ জন এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং জেলা প্রশাসক জনাব হাসানের সাথে তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। এভাবে লিখিত পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হবার কথা থাকলেও পরীক্ষা শুরু করা হয় সাড়ে দশটায়। এসব অনিয়মের বিরোধিতা করে এক পর্যায়ে বেলা সাড়ে এগারটায় চিটাগাং কলেজ থেকে আমন্ত্রিত ১৫ জন শিক্ষকই মহিলা সমিতি হল ও কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এদিকে অনন্যোপায় হয়ে পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি লিখিত পরীক্ষা নেয়া চালিয়ে যান। আরো জানা গেছে যে, প্রার্থীদের পরীক্ষার খাতায় পর্যবেক্ষকদের কোন সই ছিল না। এভাবে বেলা সাড়ে বারটায় পরীক্ষা শেষ হলে খাতা দেখা নিয়ে কমিটি সমস্যায় পড়ে। একটি সূত্র জানায় যে, কমিটি পরে খাতাগুলো চিটাগাং কলেজে নিয়ে যায় এবং খাতা দেখার জন্য নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের অনুরোধ জানায়। এভাবে খাতা দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ৪টি বিষয়ের রেজাল্ট দেয়া হয়। এবং পরপরই তাদের কাছে থেকে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ১৫টি বিষয়ে রেজাল্ট সম্পন্ন হতে রাত ১০টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

এদিকে পরীক্ষার্থীদের একাধিক সূত্র জানায় যে, প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও কোন কোন সদস্য বিধিবহির্ভূতভাবে প্রভাষক নিয়োগের জন্য পরীক্ষায় অনিয়ম করার চেষ্টা করে। এ সূত্র আরো জানায় যে, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থীদের পক্ষে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে দাবী জানানো হয়েছিল। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। উল্লেখ্য ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয় এবং এতে আবেদনপত্র জমা পড়ে [illegible]টি।